সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

4th August 2016 (BANGLA)

সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর দ্বীনি খেদমত

সদরুশ শরীয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দ্বীনি খেদমত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে আমার উপর একশবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিখে দেন, এ বান্দা নিফাক ও দোযখের আগুন থেকে মুক্ত। আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদায়িয়া, ১০/২৫৩, নং- ১৭২৯৮)

আপনে খতা ওয়ারো কো আপনে হি দামান মে লো,
কৌন করে ইয়ে ভালা তুম পে করোড়ো দুরূদ। (হাদায়িকে বখশিশ, ২৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবো। ❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ اللّٰه, تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিবো। ❁ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❁ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াবো। ❁ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করবো এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াবো। ❁ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করবো। ❁ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً" অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করবো। ❁ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবো। ❁ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করবো। ❁ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মাঝে যিলক্বাদ মাস আসার অপেক্ষায় রয়েছে, এই মুবারক মাসের ২ তারিখে ইসলামী দুনিয়ায় একজন মহান ব্যক্তিত্বের ওরস উদযাপন করা হয়, আপনারা কি জানেন? সেই মহান ব্যক্তিত্ব কে? সেই মহান ব্যক্তিত্ব হলেন, সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه।

www.dawateislami.net

সদরুশ শরীয়ার শান ও মহত্বের ঝলক

✸ সদরুশ শরীয়ার শান ও মহত্বে ধারনা এই বিষয়টি থেকেও পাওয়া যায় যে, সায়্যিদী আ'লা হযরত এর মতো মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাঁকে ভারতের কা'যীয়ে ইসলাম হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

✸ সদরুশ শরীয়ার শান ও মহত্বে ধারনা এই বিষয়টি থেকেও পাওয়া যায় যে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাঁকে নিজের খেলাফত দ্বারা ধন্য করেছেন।

✸ সদরুশ শরীয়া আস্তানায়ে মুরশিদের বিশ্বস্থ মুরীদ ছিলেন।

✸ সদরুশ শরীয়া ছোট বাচ্চাদের প্রতি খুবই স্নেহশীল ও উদার ছিলেন।

✸ সদরুশ শরীয়া সুন্নাতের উপর আমল করতঃ অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও ঘরের কাজ কর্ম নিজের হাতেই করতেন।

✸ **নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলতেন।

জিনকি হার হার আ'দা সুন্নাতে মুস্তফা,
এ্যয়ছে সদরুশ শরীয়া পে লাখো সালাম।

✸ তাঁর বিশেষত্বের মধ্যে এটাও ছিলো যে, তিনি ঘরে হোক বা বাহিরে কখনো নামায কাযা করতেন না, গুরুতর অসুস্থতায়ও তিনি নামায নিয়মিতভাবে আদায় করতেন।

✸ জামাত সহকারে নামায আদায় করার এমন উৎসাহ ছিলো যে, যদি মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট সময় থেকে সামান্য দেরী করে তবে তিনি নিজেই আযান দিয়ে দিতেন।

✸ রোযার প্রতি এমন ভালবাসা ছিলো যে, কঠিন অসুস্থতায়ও রোযা ত্যাগ করতেন না।

✸ যেমন ব্যস্ত হোক না কেন ফযরের নামাযের পর এক পারা কোরআন শরীফের তিলাওয়াত করতেন।

✸ জুমার নামাযের পর ধারাবাহিক ভাবে ১০০বার দরূদে রযবীয়্যাহ পাঠ করতেন।

www.dawateislami.net

✸ নিজের সন্তান এবং ছাত্রদের আমলগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।

✸ সদরুশ শরীয়া, খলিফায়ে আ'লা হযরত এমন আশিকে রাসূল ছিলেন যে, যখন নাতে রাসূল শুনতেন তখন আদবের সাথে দু'হাত বেঁধে নিতেন, চোখ বন্ধ করে নিতেন এবং চোখ থেকে ইশকে রাসূলের কারণে অশ্রু প্রবাহিত হতো।

✸ তিনি মদীনার সফরকালিন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

✸ তাঁর মুবারক মাযার থেকে পবিত্র সুগন্ধি অনেক দিন পর্যন্ত অনুভব করা গেছে।

✸ তাঁর সর্বশ্রেষ্ট ইলমী কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি উম্মতে মুস্তফাকে আলিম বানানোর কিতাব অর্থাৎ "বাহারে শরীয়াত" দান করে গেছেন।

জিস কে দম ছে বাহারে শরীয়াত মিলি
এ্যয়ছে সদরে শরীয়াত পে লাখো সালাম

اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে আমরা "সদরুশ শরীয়ার দ্বীনি খিদমত" সম্পর্কে শ্রবণ করবো, কিন্তু আসুন! এর পূর্বে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি:

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ১৩০০ হিজরী মেতাবেক ১৮৮২ সালে পূর্বপ্রান্তের ইউ পির (ভারতের) শহর মদীনাতুল ওলামা গোসীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাকিম জামালুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এবং দাদা খোদা বখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه চিকিৎসা বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। দাদা খোদা বখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কাছ থেকে তিনি ঘরেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর নিজ শহরের নাসিরুল উলুম মাদরাসায় গিয়ে মাওলানা ইলাহী বখশ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কাছে কিছু শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর জৌনপুর গিয়ে তাঁর চাচাত ভাই এবং ওস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কাছে কিছু সবক পাঠ করেন, অতঃপর ওস্তাযুল ওলামা হযরত আল্লামা হিদায়াতুল্লাহ খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট ইলমে দ্বীনের মধুময় সূধা পান করলেন এবং এখান থেকেই দরসে নিজামী শেষ করেন।

www.dawateislami.net

অতঃপর দাওরায়ে হাদীস পিলিভেতে ওস্তাযুল মুহাদ্দীসিন হযরত মাওলানা ওয়াসি আহমেদ মুহাদ্দীসে সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট সম্পন্ন করেন। হযরত মুহাদ্দীসে সুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের এই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রের উন্নত মেধার বিষয়ে বলেন: "আমার কাছে যদি কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে তবে সে হলো, আমজাদ আলী।"

(সদরুশ শরীয়া এর জীবনী, ৫ পৃষ্ঠা)

মুসান্নিফ ভি, মুকার্‌রীর ভি, ফকিহে আসারে হাজির ভি
ওহ আপনে আ'প মে থা ইক ইদারা ইলম ও হিকমত কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সদরুশ শরীয়ার ইলমী কৃতিত্ব

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর পাক ভারতের মুসলমানদের প্রতি অনেক বড় দয়া যে, তিনি বড় বড় আরবী কিতাবে ছড়ানো ছিটানো ফিকহী মাসআলাকে লিখিত আকারে একটি জায়গায় একত্রিত করেছেন। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সম্মুখীন হওয়া অসংখ্য মাসআলার বর্ণনা "বাহারে শরীয়াত"এ রয়েছে। এতে অগনিত মাসআলা এমনও রয়েছে যে, যা শেখা প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের জন্য ফরযে আইন। বাহারে শরীয়াত লিখার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেন: উর্দু ভাষায় এখনো পর্যন্ত এমন কোন কিতাব লিখা হয়নি, যাতে সঠিক মাসআলা মাসায়েল অন্তর্ভূক্ত এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট। হানাফি মাযহাবের ফিকাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব "ফতোওয়ায়ে আলমগিরী" অসংখ্য ওলামায়ে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن হযরত সায়িদুনা শায়খ নিজামুদ্দিন মোল্লা জিওয়ান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর তদারকিতে আরবী ভাষায় সংকলন করা হয়েছে, কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান আমার সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর উপর, যিনি ঐ কাজ উর্দু ভাষায় একা করে দেখিয়েছেন এবং বিভিন্ন ইসলামী কিতাব থেকে সেই মাসআলা খুঁজে খুঁজে বাহারে শরিয়তে অন্তর্ভূক্ত করেছেন, যার উপর ফতোওয়া দেয়া যায়,

www.dawateislami.net

তাছাড়া অসংখ্য আয়াতে মুবারাকা এবং হাজারো হাদীস শরীফও বিষয় ভিত্তিকভাবে সংকলন করেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ বলেন: যদি আউরঙ্গযেব আলমগীর বাদশাহ এই কিতাব অর্থাৎ বাহারে শরীয়াতকে দেখতেন তবে আমাকে স্বর্ণ দ্বারা ওজন করতেন।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো যে, এই উপমহাদেশের মুসলমান যেন নিজ ধর্মের মাসআলা মাসায়িল অতি সহজে শিখতে পারে, সুতরং অপর এক জায়গায় বলেন: এই কিতাবে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইবারতগুলো খুবই সহজ হোক যেন বুঝতে কষ্ট না হয় এবং যেন অল্প শিক্ষিত, মহিলা ও বাচ্চারা এর থেকে উপকার অর্জন করতে পারে। তারপরও (ইলম) জ্ঞান অনেক কঠিন একটি বিষয়, এটা সম্ভব নয় যে, সাহিত্যের কঠিনত্বগুলো একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, অবশ্যই অনেক বিষয় এমনও রয়েছে যা আলিমদের কাছ থেকে বুঝে নেয়ার প্রয়োজন হবে, অন্ততপক্ষে এতটুকু উপকার তো হবেই যে, এর বর্ণনা তাদের সাবধান করবে এবং না বুঝলে, জ্ঞানীদের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার মনোভাব সৃষ্টি করবে।

বাহারে শরীয়াতের মতো এই মহান ইলমী সংকলনকে আরো উপকারী বানানোর জন্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মজলিশ আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ এর মাদানী ওলামারা নতুন সংস্করণ, সহজ-করণ ও কোথাও কোথাও পাদটীকা লিখারও চেষ্টা করেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সম্পূর্ণ কিতাব মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত হয়ে জনসম্মুখেও এসে গেছে। সাধারন এডিশন তিন (৩) খন্ডে আর রঙিন অডিশন ছয় (৬) খন্ডে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদীয়া দিয়ে সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (**Download**) ও করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউট (**Print Out**) ও করতে পারবেন।

এই কিতাবটি ২৭ বছরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, মনে রাখবেন ২৭ বছরের অর্থ এই নয় যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই সাতাশ বছর শুধু এই কিতাব লিখার কাজেই ব্যস্ত ছিলেন বরং ছুটির সময় অন্যান্য কাজ থেকে সময় বের করে এই কিতাব লিখতেন, যার কারণে এটি সমাপ্ত করতে বিশেষভাবে দেরী হয়েছে।

www.dawateislami.net

যেমন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বাহারে শরীয়াত এর ১৭তম অধ্যায়ের সমাপ্তিতে লিখেন: এটি লিখার কাজে সাধারণত এমন হয়েছে যে, রমযানুল মুবারক মাসের ছুটিতে অন্যান্য কাজ থেকে যে সময় বের হতো, তাতে কিছু লেখা লেখি করতাম।

(সদরুশ শরীয়া এর জীবনী, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৭, সংক্ষেপিত)

"সদরুশ শরীয়া এর জীবনী" রিসালায় রয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে: সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه শরীয়াতের মাসআলা সমূহকে বাহারে শরীয়াতের ২০টি অধ্যায়ে একত্র করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারেননি এবং এরূপ ওসিয়ত করেছিলেন যে, যদি আমার সন্তান বা ছাত্র বা ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কেউ এর সামান্য কয়েকটি অধ্যায় যা বাকী রয়ে গেছে তা সম্পূর্ণ করে দেন তবে আমি অনেক আনন্দিত হবো, কিন্তু সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর এই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে এবং বাকী তিন (৩) অধ্যায়ও প্রকাশিত হয়ে জনসম্মুখে এসে গেছে।

(সদরুশ শরীয়া এর জীবনী, ৪৮ পৃষ্ঠা)

সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর পীর ও মুর্শিদ অর্থাৎ আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه 'বাহারে শরীয়াত' এর যখন দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পড়লেন তখন কয়েকটি প্রশংসামূলক বাক্যের পর লিখেন: আজকাল এমন কিতাবের প্রয়োজন ছিলো যাতে সাধারন ভাইয়েরা সহজ উর্দুতে সঠিক মাসআলা পায়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪১৪)

আ'প কি তাছনিফ নে মুসতাগনি হাম কো কর দিয়া,
গাইর কে আ'গে জবিনে আহলে সুন্নাত খম নেহী
হার তরফ ইলম ও হনর কা আ'প ছে দরইয়া বাহা,
আ'প কা এহসান আয় সদরুশ শরিয়া কম নেহী

(মাহানামা আশরাফিয়া, সদরুশ শরীয়া নম্বর, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো! খলীফায়ে আ'লা হযরত, সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মুবারক অন্তরে দ্বীন ইসলামরে খিদমত,

www.dawateislami.net

উম্মতের জন্য সহজতা এবং মুসলমানদের শরীয়াতের পথনির্দেশণার প্রেরণা কিরূপ ভরপুর ছিলো যে, তিনি শরীয়াতের মাসআলার বড় বড় আরবী কিতাবের লুকায়িত বিষয় সমূহ যা সাধারন মুসলমানদের ক্ষমতার বাইরে, বড় বড় ওলামাগণ দলীল স্বরূপ যা নিজেদের ফতোওয়ার কিতাবের শোভা বর্ধন করায়, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সদরুশ শরীয়া رَحۡمَۃُاللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ লাখো ব্যস্ততা স্বত্তেও নিজের জীবনের মূল্যবান সময়কে অসংখ্য প্রয়োজনীয় মাসআলা একত্র করে কিতাবের আকার দেয়ার কাজে ওয়াকফ করে দেন, তাঁর এই আশ্চর্যজনক এবং ঈর্ষান্বিত কৃতিত্ব না শুধু ইসলাম এবং সুন্নিয়তের মাথা চির উন্নত করে দিয়েছে বরং পবিত্র শরীয়াত এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের ফয়যানকে পুরো দুনিয়ায় প্রসার করে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের প্রতি মহান দয়া করেছেন, যার ঋণ কখনো শোধ করা যাবে না। এরূপ কম সময়ে এতবড় মহান দ্বীনি খিদমত সম্পাদনে এটাই বলা যায় যে, তাঁকে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা যায়, যাদের মাথায় **আল্লাহ্ তাআলা** নিজের দ্বীন অনুধাবনের মুকুট সাজিয়ে মাযহাব ও মিল্লাতের খিদমতের জন্য চিহ্নিত করে রেখেছেন। যেমন, **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنۡ یُّرِدِ اللهُ بِهٖ خَیۡرًا یُّفَقِّهۡهُ فِی الدِّیۡنِ" অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান (বুঝশক্তি) দান করেন।"

(বোখারী, কিতাবুল ইলম, বাবু মিন ইউরিদুল্লাহি বিহি খাইরান, ১ম খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭১)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ তাকে দ্বীনের জ্ঞান, দ্বীনের অনুধাবন এবং প্রজ্ঞা দান করেন। এই হাদীস দ্বারা দু'টি মাসআলা প্রমাণীত হলো, প্রথমতঃ কোরআন ও হাদীসের অনুবাদ লিখে দেয়াই দ্বীনের জ্ঞান নয় বরং এগুলো অনুধাবন করাই হচ্ছে দ্বীনের আসল জ্ঞান, এবং এটাই কঠিন। এজন্যই ফুকহায়ে কিরামদের رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِمۡ اَجۡمَعِیۡن অনুসরণ করা হয়। এই কারণেই সকল মুফাস্‌সীর ও মুহাদ্দিসগণ, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনদের رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِمۡ اَجۡمَعِیۡن অনুসরণকারী হয়েছে এবং হাদীস অনুধাবনের কারণে অহংকারী হয়নি। দ্বিতীয়তঃ কোরআন ও হাদীসের জ্ঞানই পরিপূর্ণতা নয়, বরং এর অনুধাবনই পরিপূর্ণতা।

www.dawateislami.net

আলিমে দ্বীন হচ্ছে সেই, যার মুখে থাকবে **আল্লাহ্ তাআলা** ও **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বানী এবং অন্তরে থাকবে তাঁদের ফয়যান। ফরমানের (বাণীর) পাশাপাশি ফয়যান অবশ্যই প্রয়োজন। যেমন- বৈদ্যুতিক ফিটিংসের পাশাপাশি পাওয়ারও (**Power**) দরকার। (মিরাতুল মানাজিহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭, সংক্ষেপিত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা সদরুশ শরীয়া رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর চরিত্রের প্রতি এভাবে দৃষ্টি দিই, তবে বাস্তবতা একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাঁর দিন-রাত। দ্বীন এবং কোরআন ও হাদীসের খিদমত আর মসলকে আ'লা হযরতকে প্রসারের কাজে অতিবাহিত হয়েছে, তাছাড়া ইসলামের শির উন্নত করা এবং উম্মতের মঙ্গলকামনাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য, এই মাদানী প্রেরণাই তাঁকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, মুসলমানদের হাতে **আল্লাহ্ তাআলার** পবিত্র কোরআনে কারীমের এমন কোন অনুবাদ থাকা চাই, যা পড়তে ও বুঝতে কোন প্রকার জঠিলতা অনুভব না হয়, এর পাঠকারী এবং শ্রবণকারীর অন্তরে খোদাভীতি ও ইশ্কে রাসূল বৃদ্ধি পাবে, যা **আল্লাহ্ তাআলার** পবিত্রতা, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام দের শান ও মহত্ব এবং তাঁদের সম্মান রক্ষার বাস্তব মূখপাত্র, তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এবং আউলিয়ায়ে উজ্জামদের رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن মতো মহৎ ব্যক্তিত্বের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁদের অবস্থান ও পদমর্যাদার সত্যিকার রক্ষক হবে, সুতরাং দ্বীনের খিদমত এবং মুসলমানের মঙ্গলকামণার পবিত্র উদ্দীপনায় সদরুশ শরীয়া رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের পীর ও মুর্শিদ এবং সময়ের মুজাদ্দিদ অর্থাৎ আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবারে সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের সম্মানের রক্ষক হিসেবে কোরআনের অনুবাদ লিখার দরখাস্ত পেশ করলেন।

www.dawateislami.net

তরজুমায়ে কানযুল ঈমান

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আপন রিসালা "সদরুশ শরীয়া এর জীবনী" এর ১৭ ও ১৮ নং পৃষ্ঠায় কোরআনের অনুবাদের বিষয়ে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দ্বীনের খিদমতের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন: শুদ্ধ এবং ভূল থেকে পবিত্র হাদীসে নববী ও আয়িম্মায়ে কিরামের উক্তি সমূহ অনুযায়ী একটি অনুবাদ অতীব জরুরী, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কোরআনের তরজুমার জন্য আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মহান দরবারে দরখাস্ত পেশ করলে তিনি বলেন: এটাতো খুবই জরুরী কিন্তু ছাপানোর কি ব্যবস্থা হবে? এটা ছাপানোর দায়িত্ব কে নিবে? ওযু সহকারে কপি লিখা, ওযু সহকারে কপি এবং হরফগুলো ঠিক করা আর সঠিক করার কাজও সেই ভাবে করা যেন, হরকত, নুকতা বা চিহ্ন সমূহেও ভূল না থাকে, অতঃপর এসব কিছুর পর সবচেয়ে কষ্টের কাজ হলো যে, প্রেস (**Press**) এ সবসময় ওযু অবস্থায় থাকা, ওযু ছাড়া না পান্ডুলিপি ধরবে আর না কাটবে, পান্ডুলিপি কাটার সময়ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ছাপার সময় যে কাগজ বের হবে তাও অনেক সতর্কভাবে রাখতে হবে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আরয করলেন: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যে বিষয়গুলো জরুরী তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হবে, ধরে নেয়া যাক মানলাম যে, আমাদের দ্বারা এরূপ সম্ভব নয় তবে একটি জিনিষ যখন বানানো আছে, হতে পারে ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি এটা ছাপার ব্যবস্থা নিশ্চয় করবে এবং আল্লাহর সৃষ্টির উপকার করার চেষ্টা করবে, যদি এখন একাজ না হয় তবে ভবিষ্যতে এটা না হওয়ার ব্যাপারে আমাদের অনেক আফসোস হবে। তাঁর এমন অনুরোধের পর অনুবাদের কাজ শুরু করে দিলেন। بِحَمْدِ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর একনিষ্ট প্রচেষ্টার কারণে এতে সাফল্য আসলো এবং আজ অসংখ্য মুসলমান মুজাদ্দিদে আযম, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর লিখিত কোরআনে পাকের সহীহ শুদ্ধ অনুবাদ "কানযুল ঈমান" থেকে উপকৃত হয়ে তাঁর (অর্থাৎ সদরুশ শরিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه) প্রতি কৃতজ্ঞ এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।

www.dawateislami.net

গর আহলে চমন ফখর করে ইছ পে বাজা হে,
আমজাদ থা গোলাব চমনে দানিশ ও হিকমত।

(সদরুশ শরীয়া এর জীবনী, ১৭-১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, সদরুশ শরীয়া رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মুসলমানদের কোরআনের ফয়য দ্বারা ধন্য করার জন্য এবং দ্বীনে ইসলামের নিরাপত্তা টিকিয়ে রাখার জন্য কেমন কেমন কোরবানী দিয়েছেন, এই আজিমুশ্শান কৃতিত্বের কারণে তাঁর সম্পর্কে এরূপ বলা একেবারে সঠিক হবে যে, তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সত্ত্বা মুসলমানদের জন্য কোন মহান নেয়ামতের চেয়ে কম ছিলো না, কেননা তাঁর ধারাবাহিক প্রচেষ্টার কারণেই তো আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মতো একজন ব্যস্ততম ব্যক্তিত্বকে তিনি কোরআনের অনুবাদ করার জন্য মানিয়ে নিলেন এবং উৎসর্গ হয়ে যান আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর প্রতি, যে তিনি অসংখ্য দ্বীনি ব্যস্ততার মাঝেও **আল্লাহ্ তাআলা**র পাক কালামের খিদমত মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য এবং প্রিয় খলীফার মনতুষ্টির জন্য নিজের মূল্যবান ব্যস্ততা থেকে সময় বের করে এই কাজের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দয়া, আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বিশেষ দৃষ্টি এবং সদরুশ শরীয়া رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মেহেরবানীতে ইতিহাসের সেই উত্তম অনুবাদ "কানযুল ঈমান" আমাদের কাছে পৌঁছেছে, যাতে আমাদের পরবর্তীরাও গর্ববোধ করবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ "মাদানী কাফেলা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদরুশ শরীয়া رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর রুহানী ফয়য ও বরকত দ্বারা ধন্য হওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে মাসিক একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "মাদানী কাফেলা"। মাদানী কাফেলার একটি মাদানী উদ্দেশ্য হচ্ছে, মসজিদকে আবাদ করা এবং

www.dawateislami.net

মসজিদ আবাদকারীদের সম্পর্কে হাদীসে পাকে বলা হয়েছে যে, "নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলার** ঘরকে আবাদকারীরাই **আল্লাহ্** ওয়ালা।" (মু'যামুল আউসাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৮, হাদীস নং-২৫০৫) আসুন! উৎসাহ বৃদ্ধির জন্যে মাদানী কাফেলার একটি মাদানী বাহার শ্রনি।

হৃদরোগ ভাল হয়ে গেলো

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের হৃদপিন্ডে ব্যথা শুরু হলো। ডাক্তার বললেন: 'আপনার হৃদপিন্ডের দুটি শিরাই বন্ধ রয়েছে, **ANGIOGRAPHY** (এনজিওগ্রাফী) করে নিন।' এ রোগের চিকিৎসার জন্য ক্লিনিকে ভর্তি হলে হাজার হাজার টাকা খরচ হতো। এ বেচারা গরীব মানুষ, এত বড় খরচের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। এক ইসলামী ভাই তাকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করে সেখানে দোয়া করার জন্য উৎসাহিত করলেন। তাই তিনি তিন দিনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলেন। ফিরে আসার সময় সুস্থতা অনুভব করলেন। ফিরে এসে যখন পুনরায় পরীক্ষা করলেন তখন সব রিপোর্ট সঠিক পাওয়া গেল। ডাক্তার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: 'তুমি কি কোথাও চিকিৎসা করিয়েছ? তোমারতো হৃদপিন্ডের দুটি বন্ধ শিরা পুনরায় চালু হয়ে গেছে? এটা কি করে সম্ভব হলো?' উত্তরে বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ "**দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় সফর করে দোয়া করার বরকতে হৃদপিন্ডের জীবন নাশক রোগ থেকে আমার মুক্তি লাভ হয়েছে।"

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শি'খনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো
দিল মে গর দরদ হো ডরসে রুখ যরদ হো, পাও গে ফরহাতে কাফিলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা-৬৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জীবন আমাদের জন্য একটি উত্তম আদর্শ, কেননা তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত দ্বীন এবং সুন্নাতের খিদমত, দ্বীনের প্রসার এবং ইসলামের শ্রেষ্টত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্রত ছিলো।

www.dawateislami.net

এর পাশাপাশি **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে সময় এবং কলমেও বরকত দান করেন, অতএব এজন্যই সারাদিন নেককাজে ব্যস্ত থাকার পরও তিনি সতর্ক ও উদ্যোমী থাকতেন, মনে রাখবেন! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কোন লোভের কারণে এই কাজ করেনি বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টিই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য থাকতো, সুতরাং ফযরের নামাযের পর হতে তাঁর দ্বীনি কর্মসূচি শুরু হতো আর তা গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকতো, এমনকি আরাম করতে করতে রাতের দু'টো (২) বেজে যেতো, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ খিদমতের প্রতিদান স্বরূপ **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে সেই অবস্থান ও মর্যাদা দান করেছেন যে, আজ তাঁরই কলমের ডগায় লিখিত রচনা বিশেষ করে "বাহারে শরীয়াত" এর ফয়য দ্বারা জনসাধারণের বড় একটি অংশ উপকৃত হচ্ছে, তাছাড়া আ'লা হযরতের ভাই নান্নে মিয়া মাওলানা মুহাম্মদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তো তাঁর দ্বীনি খিদমতের উৎসাহ দেখে এতই প্রভাবিত হয়েছেন যে, খুশি হয়ে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মহান শানে প্রশংসামূলক ঐতিহাসিক এই বাক্যটি বলেন: "মাওলানা আমজাদ আলী তো কাজের মেশিন এবং তাও এমন মেশিন যা কখনো ফেল হয় না।"

আসুন! এবার সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ব্যস্ততম মাদানী রুটিন এবং মদীনাতুল মর্শিদ বেরেলী শরীফে তাঁর ব্যস্ততার কিছু ঝলক শ্রবণ করি, যেন আমাদের মাঝেও দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

দৈনন্দিন রুটিন

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের রিসালা "সদরুশ শরীয়া এর জীবনী"তে উদ্ধৃত করেন: সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দৈনন্দিন রুটিন কিছুটা এরূপ ছিলো যে, ফযরের নামাযের পর প্রয়োজনীয় ওযীফা ও কোরআনের তিলাওয়াতের পর ঘন্টা দুয়েক প্রেস এর কাজ পরিচালনা করতেন। অতঃপর মাদরাসায় গিয়ে পাঠদান করতেন। দুপুরের খাবার পর প্রেস এর কাজ পরিচালনা করতেন।

যোহরের নামাযের পর আসর পর্যন্ত আবারো মাদরাসায় পাঠদান করতেন। আসরের নামাযের পর মাগরীব পর্যন্ত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খিদমতে বসতেন। মাগরীবের পর ইশা পর্যন্ত এবং ইশার পর হতে বারটা (১২) পর্যন্ত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খিদমতে ফতোওয়া লিখার কাজ করতেন। এরপর ঘরে ফিরে যেতেন এবং কিছু লেখালেখির কাজ করার পর প্রায় রাত দু'টো (২) বাজে ঘুমাতেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জীবনের শেষ মুহূর্ত অর্থাৎ প্রায় দশ (১০) বছর পর্যন্ত প্রতিদিন এরূপই অব্যাহত ছিলো। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর এরূপ কঠিন শ্রম, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও ধৈর্য্যের কারণে সেই যুগের বড় বড় ওলামারাও আশ্চার্যান্বিত ছিলেন।

(সদরুশ শরীয়া এর জীবনী, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বেরেলী শরীফে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দায়িত্বে দু'টি স্থায়ী কাজ ছিলো, একটি হচ্ছে, মাদরাসায় পাঠদান এবং অপরটি হচ্ছে, প্রেসের কাজ পরিচালনা করা, তাছাড়াও কিতাব প্রেরণ, চিঠির উত্তর প্রদান, জমা-খরচের হিসাব রাখা ইত্যাদি সকল কাজ তিনি একা দেখাশুনা করতেন। এই কাজগুলো ছাড়াও ফতোওয়া উদ্ধৃত করা এবং আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খিদমতে থেকে ফতোওয়া লিখার কাজও তিনি স্থায়ীভাবে পরিচালনা করতেন। অতঃপর শহরে ও শহরের বাইরে অধিকাংশ তবলীগে দ্বীনের মাহফিল সমূহেও অংশগ্রহণ করতেন। (সদরুশ শরীয়া এর জীবনী, ১৫ পৃষ্ঠা)

মুছান্নিফ ভি, মুকাররির ভি, ফকীয়ে ইসরে হাজির ভি,
ওহ আপনে আ'প মে থা ইক ইদারা ইলম ও হিকমত কা।

(মাহানামা আশরাফিয়া, সদরুশ শরীয়া নম্বর, ২৮৬ পৃষ্ঠা)

কালামের ব্যাখ্যা : এই পংক্তির অর্থ হচ্ছে; হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه একই সময়ে মুছান্নিফও ছিলেন, অর্থাৎ কিতাব লিখতেন, ওয়াজও করতেন এবং তাঁর যুগের অনেক বড় আলিমও ছিলেন, তিনি তাঁর নিজস্ব সত্ত্বায় জ্ঞানময় প্রতিষ্ঠান ছিলেন। سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন, সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه প্রতিদিন এতগুলো কাজকে সুন্দরভাবে সহজেই করে যেতেন। একটু ভেবে দেখুন যে, যদি আমাদেরকে এতগুলো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে আমরা আমাদের অন্যান্য ব্যস্ততার কথা ভেবে হয়তো এই দায়িত্ব গুলো নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবো, কেননা এত অল্প সময়ে এতগুলো কাজকে এতো সহজে পরিচালনা করা কিন্তু সহজ বিষয় নয়! এবং এই সকল ব্যস্ততার পরও তাঁর খোদাভীতি ও শরীয়াতের অনুসরনের উদ্দীপনা এরূপ ছিলো যে, সারাদিন বিভিন্ন দ্বীনি কাজে ব্যস্ত থাকার পরও নামায আদায়ে অলসতা করতেন না, নামাযের সাথে তাঁর ভালবাসার উপলব্ধি এই বিষয় থেকে করুন যে, কঠিন অসুস্থতার মাঝেও তিনি নামায ছুটে যাওয়া সহ্য করতে পারতেন না এমনকি একবার বেহুশ হয়ে যাবার কারণে নামাযে সময় চলে গেলো, হুশ যখন ফিরে আসলো তিনি জানতে পারলেন যে নামাযের সময় চলে গেছে অর্থাৎ নামায কাযা হয়ে গেছে তখন এরূপ অসতর্কতাবস্থায় নামায কাযা হওয়ার কারনেও তাঁর অবস্থা এমন হযে গিয়েছিলো যে, অজান্তেই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। যেমন...

নিয়মিত নামায আদায়

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আপন রিসালা "সদরুশ শরীয়া এর জীবনী"তে উদ্ধৃত করেন: ঘরে হোক বা সফরে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কখনো নামায কাযা করতেন না। প্রচণ্ড অসুস্থতার মধ্যেও নামায আদায় করতেন। আজমীর শরীফে একবার তিনি মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হলেন, এমনকি জ্বরের তীব্রতায় বার বার বেহুশ হয়ে যাচ্ছিলেন। দুপুরের পূর্বে বেহুশ হয়ে গেলেন এবং তা আসর পর্যন্ত ছিলো। হাফিজে মিল্লাত মাওলানা আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه খিদমতের জন্য উপস্থিত ছিলেন। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর যখন হুশ ফিরে আসলো তখন সর্বপ্রথম এটা জিজ্ঞাসা করলেন: সময় কতো? যোহরের সময় আছে নাকি? হাফিজে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আরয করলেন: এতটা বেজে গেছে এখন যোহরের সময় নাই।

একথা শুনে তাঁর এতই কষ্ট হলো যে, চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। হাফিজে মিল্লাত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ জিজ্ঞাসা করলেন: হুজুরের কি কোন ব্যথা হচ্ছে? বললেন: অনেক কষ্ট হচ্ছে, যে যোহরের নামায কাযা হয়ে গেছে। হাফিজে মিল্লাত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আরয করলেন: হুযুর আপনি তো বেহুশ ছিলেন। বেহুশ অবস্থায় নামায কাযা হয়ে যাওয়াতে কোন জবাবদীহিতা নেই। বললেন: আপনি জবাবদীহিতার কথা বলছেন, নির্দিষ্ট সময়ে **আল্লাহ্**র দরবারে হাজির হওয়া থেকে তো বঞ্চিত হলাম।

(সদরুশ শরীয়া এর জীবনী, ৩০ পৃষ্ঠা)

মে পাঁচো নামাযে পড়োঁ বা জামাআত, হো তৌফিক এ্যয়ছি আ'তা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ঘটনাটি আমরা এখন শুনলাম, তাতে সেই লোকদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে যে, যারা সদরুশ শরীয়া رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মহত্বের গুনকিত্তন করে এবং তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা প্রদর্শন করে কিন্তু আফসোস যে, তাঁর মতো মাদানী চিন্তাধারা অর্জন করতে সক্ষম হয়না, কেননা এদের মূল্যবান সময় **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তাঁর হাবীব صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নির্দেশিত কাজে অতিবাহিত করার পরিবর্তে ঘন্টার পর ঘন্টা তাস, লুডু, ঘুড়ি উড়ানো, ক্রিকেট, ফুটবল এবং ভিডিও গেইমস খেলা এবং দেখা, চৌরাস্তায় বা হোটেল ইত্যাদিতে বসে গল্পগুজব করা, সিনেমা দেখা, গান শুনা বা মোবাইল, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট, সোস্যাল মিডিয়ার (**Social Media**) অযথা ব্যবহারে ব্যয় করে থাকে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সময় নষ্ট করার কয়েকটি কাজ

❋ টেলিফোন (মোবাইল), ইন্টারনেট, সোস্যাল মিডিয়ার (**Social Media**) অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার ❋ লোকদের সাথে অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা ❋ অযথা কথাবার্তায় (অর্থাৎ যার না কোন আছে দ্বীনি উপকার না দুনিয়াবী) লেগে থাকা

www.dawateislami.net

❋ দৈনন্দিন কাজের পরিসংখ্যান না নেয়া ❋ একাকীত্ব থেকে বেঁচে থাকা ❋ অত্যধিক ঘুমানো ❋ জেনে শুনে অলসতা করে লেনদেনে দেরী করা ❋ কারো কাছ থেকে কিছু শিখার এবং অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে উপকার অর্জন করার পরিবর্তে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেই অভিজ্ঞতা অর্জন করা (কেননা এর দ্বারা সময় অনেক নষ্ট হয়, যেহেতু অন্যের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উপকার অর্জন করা সম্ভব) ❋ নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ না করা ❋ সময় থাকার পরও সময়ের জন্য কান্নাকাটি করা ❋ খারাপ বন্ধু এবং খারাপ সংস্পর্শ থেকে সময় নষ্ট করা ইত্যাদি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ধরনের কাজে ব্যস্ত অধিকাংশরা নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরযকেও مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ্**র পানাহ্! ত্যাগ করাতে কোন প্রকার লজ্জা ও কুণ্ঠাবোধও করে না। মনে রাখবেন! কোন কারণ ছাড়া নামায আদায় না করা গুনাহ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। বিভিন্ন হাদীস শরীফে নামায ত্যাগ করার কারণে কঠিনভাবে সতর্কতা বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! শিক্ষাগ্রহণের জন্য নামায ত্যাগ করা সম্পর্কে একটি হাদীস শরীফ এবং এর ব্যাখ্যা শুনি, শুনুন এবং খোদাভীতিতে কেঁপে উঠুন...

নবী করীম, রউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি পাঁচ (ফরয) নামাযের হিফাযত করলো, তার জন্য নামায কিয়ামতের দিন নূর, দলীল এবং নাজাত হবে আর যে এর রক্ষনাবেক্ষণ করবে না, এর জন্য কিয়ামতের দিন না নূর হবে, না দলীল এবং না নাজাত হবে। আর সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ফিরআউন, কারূন, হামান এবং উবাই বিন হালাফের সাথে থাকবে।

(জামেউল জাওয়ামে, ৪র্থ খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬৬১)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাদীসে পাকের এই অংশ "যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করে" এর বিশ্লেষণ করে বলেন: এভাবে যে, নামায সর্বদা আদায় করা, সঠিক ভাবে আদায় করা, মন লাগিয়ে আদায় করা। (মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه হাদীসে পাকে এই অংশ "তার জন্য নামায কিয়ামতের দিন নূর, দলীল এবং নাজাত হবে" এর বিশ্লেষণে বলেন:) কিয়ামত দ্বারা কবরও অন্তর্ভূক্ত কেননা মৃত্যুও একপ্রকার কিয়ামত।

www.dawateislami.net

উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, নামায কবরে এবং পুলসিরাতে আলোকিত হবে যে, সিজদার স্থানসমূহ বাতির মতো আলোকিত হবে এবং নামায তার মুমিন হওয়া আর **আল্লাহ্ তাআলাকে** চেনার ব্যাপারে দলীল হবে, তাছাড়া এই নামাযের মাধ্যমেই সে সব জায়গায় মুক্তি পাবে কেননা কিয়ামতে সর্ব প্রথম প্রশ্ন নামায সম্পর্কে হবে, যদি এতে বান্দা সফল হয়ে যায় তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ সামনেও সফল হবে। (হাদীসে পাকের এই অংশ “সে কিয়ামতের দিন ফিরাআউন, কারুন, হামান এবং উবাই বিন হালাফের সাথে থাকবে” এর বিশ্লেষণে বলেন:) উবাই বিন হালাফ সেই মুশরিক, যাকে নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওহুদের ময়দানে নিজের হাতে হত্যা করেছিলেন। এতে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, বে নামাযীদের হাশর এই সকল কাফেরদের সাথে হবে এবং নামাযী মুমিনের হাশর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام, সিদ্দিক, শহীদ ও সালিহগণদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن সাথেই হবে। এর দ্বারা এটা নয় যে, বে নামাযীরা কাফের হয়ে যাবে এবং নামাযীরা নবী, বরং বে নামাযীদের কিয়ামতের দিন এই কাফেরদের সাথেই দাঁড় করানো হবে, যেমন কোন ভদ্র মানুষকে লাঞ্চিতদের সাথে বসিয়ে দেয়া, তার জন্য অপমানজনক। মনে রাখবেন যে, কিয়ামতে প্রত্যেক মানুষের হাশর তার সাথে হবে, যাকে সে দুনিয়াতে ভালবাসতো এবং যাকে সে অনুসরণ করতো। বে নামাযী (নামায আদায় না করে) যেহেতু কাফিরদের মতো কাজ করতো সেহেতু তার হাশরও তাদের সাথে হবে, নামাযী যেহেতু আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং সিদ্দিক গণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن দের অনুসরণ করেন সেহেতু তার হাশরও তাদের সাথে হবে, এই জন্যই তো বলা হয়, উত্তমদের নকল করা উত্তম আর মন্দ লোকদের নকল করা মন্দ। (মিরাতুল মানাজিহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৭-৩৬৮, সংক্ষেপিত)

অনেক ওলামায়ে কিরামগণ বলেছেন: বে নামাযীকে এই চার ব্যক্তির (অর্থাৎ ফিরআউন, কারূন, হামান এবং উবাই বিন হালাফের) সাথে এই জন্যই উঠানো হবে যে, তারা নিজের সম্পদ, শাসনভার, মন্ত্রীত্ব এবং ব্যবসার কারণে নামায ত্যাগ করেছে। যদি সে নিজের সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত হবার কারণে নামায ত্যাগ করে তবে তার হাশর কারূনের সাথে হবে, শাসনভারের কারণে নামায ত্যাগ করলে তার হাশর ফিরআউনের সাথে হবে,

www.dawateislami.net

মন্ত্রীত্বের কারণে নামায ত্যাগ করলে তার হাশর ফিরআউনের মন্ত্রী হামানের সাথে হবে এবং যদি ব্যবসার কারণে নামায ত্যাগ করে তবে তার হাশর মক্কায়ে মুকাররমার অনেক বড় কাফের ব্যবসায়ী উবাই বিন হলাফের সাথে হবে।

(আয যাওয়াযির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, ১ম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দ্বীনি খিদমত এবং তাঁর চরিত্র ও জীবনী সম্পর্কে আরো জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত রিসালা "সদরুশ শরীয়া এর জীবনী" অধ্যায়ন করুন তাছাড়া সদরুশ শরীয়ার দ্বীনি খিদমত এর সঠিক ধারনা তখনই হবে যখন "বাহারে শরীয়াত" অধ্যায়ন করবেন, বাহারে শরীয়াতে কি রয়েছে শুনুন...

বাহারে শরীয়াত এর পরিচিতি

✱ বাহারে শরীয়াত হচ্ছে, সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ইলমী কৃতিত্বের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ✱ বাহারে শরীয়াত অনেক জ্ঞানের সমষ্টি (**Encyclopedia**)। ✱ বাহারে শরীয়াতে উর্দু ভাষায় আক্বীদা থেকে শুরু করে ব্যাবসা-বানিজ্যসহ সকল প্রয়োজনীয় মাসআলা একত্র করা হয়েছে। ✱ বাহারে শরীয়াতে অসংখ্য আয়াত এবং হাজারো হাদীস শরীফও বিষয় ভিত্তিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ✱ বাহারে শরীয়াতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে সেই সব উক্তি সমূহ বর্ণনা করার যেগুলোর ভিত্তিতে ফতোওয়া দেয়া যায়। ✱ বাহারে শরীয়াত, ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য সদরুশ শরীয়ার অনেক বড় দায় যে, অসংখ্য ফিকহী মাসআলাকে এক জায়গায় একত্র করা হয়েছে। ✱ বাহারে শরীয়াতে অসংখ্য মাসআলা এমনও রয়েছে যে, যা শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের জন্য ফরযে আইন। ✱ বাহারে শরীয়াত সম্পর্কে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "উর্দু ভাষায় এখনো পর্যন্ত এমন কোন কিতাব রচিত হয়নি, যা সঠিক মাসআলা দ্বারা বিন্যাস্ত এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট।"

www.dawateislami.net

✱ বাহারে শরীয়াতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা হয়েছে যে, যেন ইবারত খুবই সহজ হয়, যাতে বুঝতে সমস্যা না হয় এবং অল্প শিক্ষিত, মহিলা ও বাচ্চারাও যেন এর থেকে উপকার অর্জন করতে পারে। ✱ বাহারে শরীয়াতে বিভিন্ন জায়গাতে ফরয ইলমের পাশাপাশি কোরআনের আয়াতের মর্ম, হাদীসে তায়্যিবার অর্ন্তনিহিত অর্থ এবং সর্বত্র ছড়ানো অসংখ্য সুগন্ধিময় মাসআলা তাদের সুবাশ ছড়াচ্ছে। ✱ বাহারে শরীয়াত অধ্যায়ন করাতে না শুধু মন ও মনন আলোকিত হয় বরং অসংখ্য ব্যাপারে শরীয়াতের পথনির্দেশণাও পাওয়া যায়। ✱ বাহারে শরীয়াত সাধারণ অডিশন তিন (৩) খন্ডে এবং রঙ্গিন অডিশন ছয় (৬) খন্ডে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদীয়া দিয়ে সংগ্রহ করতে পারবেন। ✱ বাহারে শরীয়াত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (**Download**) ও করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউট (**Print Out**) ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সত্যিকার অনুসারী ও ভক্ত এবং তাঁর দ্বীনি খিদমত সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, একারনেই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজেও দ্বীনি কাজে ব্যস্ত থাকায় অভ্যস্ত, আর নিজের মুরীদদের এবং ভালবাসা পোষণকারীদেরকে সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে দ্বীনের খিদমত করার জন্য তাদেরকেও বিভিন্ন সময়ে মাদানী কাজে আগ বেড়ে এসে অংশগ্রহণ করার উৎসাহ প্রদান করেন। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তিনি ইসলামী ভাইদের ৭২টি মাদানী ইনআমাতে এরূপ একটি প্রশ্নও রেখেছেন, যেমন ২৩ নম্বর মাদানী ইনআমাতে বলেন: আপনি কি আজ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ সমূহে (ইনফিরাদী কৌশিশ, দরস, বয়ান, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা ইত্যাদিতে) কমপক্ষে দু'ঘন্টা (সময়) ব্যয় করেছেন?

www.dawateislami.net

মাদানী কাজে কমপক্ষে দু'ঘন্টা দেয়ার পদ্ধতি হলো যে, নিজের নিগরানের মুশাওয়ারাত থেকে এই দু'ঘন্টার রুটিন বানিয়ে নিন, যাতে যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহণ হয়, যেমন- দরস, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়া বা পড়ানো, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল ও মাদানী কাফেলায় সফরে জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ করা ইত্যাদি।

আল্লাহ **তাআলা**, সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উসিলায় আমাদেরও মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করার আগ্রহ এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তিরাই, যারা দ্বীনি বৈশিষ্টে খ্যাতির উচ্চ শিখরে থাকার পরও নিজের পীর ও মুর্শিদের আঁচল ছাড়েননি এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিশ্বস্ত মুরীদের মতো "এক দরগীর ও মুহকামগীর অর্থাৎ এক দরজাই ধরো এবং শক্তভাবে ধরো" এ অনুযায়ী মুর্শিদেরই হয়ে থেকে যায়, প্রিয় মুর্শিদ হায়াতে থাকুক বা না থাকুক দুই অবস্থাতেই তাঁর বিশ্বস্ততার মাদানী উৎসাহে বিন্দু মাত্র কমতি হয়না, এমনকি পীর ও মুর্শিদের সাথে সম্পর্কযুক্ত জিনিষ তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কেও আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রিয় এবং বিশ্বস্ত মুরীদের মধ্যে গণ্য করা হয়, যার যোগ্যতার প্রতি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মতো ব্যক্তিত্বেরও সর্বদা গর্ব থাকতো। পীর ও মুর্শিদের প্রতি সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভালবাসা ও বিশ্বস্থতার ধারণা এই বিষয়টি থেকে পাওয়া যায় যে, তিনি দীর্ঘ একটি সময় বেরেলী শরীফে অবস্থান করেন অথচ নিজের একনিষ্ঠ দ্বীনের খিদমতের কারণে সর্বসাধারণের সাথে তিনি অনন্য ভূমিকা রাখতেন, যদি তিনি চাইতেন তবে তাদের দ্বারা নিজের জন্য অনেক সহায় সম্পত্তির মালিক হতে পারতেন কিন্তু তাঁর বিবেক তাঁকে এতে বাঁধা দিয়েছিলো,

এমনকি তিনি নিজের জন্য কোন ঘরও বানাননি বরং বেরেলী শরীফে পীর ও মুর্শিদ থাকার কারণে তিনি একে নিজের ঘর মনে করতেন। প্রিয় মুর্শিদের ভালবাসায় তিনি এমন ফানা হয়ে গিয়েছিলেন যে, যদি কেউ তাঁর ইলমী কৃতিত্ব এবং ক্ষমতার প্রশংসা করতো, তবে খুশিতে ফুলে ফেঁপে এবং এই কৃতিত্ব ও ক্ষমতাকে নিজের যোগ্যতা মনে করার পরিবর্তে নিজের পীর ও মুর্শিদ অর্থাৎ আ'লা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দয়া ও অনুগ্রহ মনে করতেন। যেমন...

আস্তানায়ে মুর্শিদের বিশ্বস্ত মুরীদ

একবার কেউ তাজেদারে আহলে সুন্নাত, মুফতীয়ে আযম ভারত, শাহাজাদায়ে আ'লা হযরত আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সামনে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর আলোচনা করলে মুফতীয়ে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর করুনাময় নয়ন থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো এবং বললেন: সদরুশ শরীয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের কোন ঘর বানায়নি, বেরেলীকেই নিজের ঘর মনে করতেন। তিনি প্রভাবশালীও ছিলেন এবং অসংখ্য ছাত্রের ওস্তাদও ছিলেন, তিনি চাইলে অতি সহজে কোন নিজস্ব দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, যা তাঁর একছত্র হতো কিন্তু তাঁর ইখলাছ তাঁকে এমন করতে দেয়নি। সুতরাং দারুল উলুম মুইনিয়া ওসমানিয়ায় (আজমীর শরীফ) যখন সদরুল মুদাররিসীন হয়ে তিনি পৌঁছলেন তখন সেখানকার লোকেরা তাঁর পাঠদানের ধরন দেখে খুবই আকৃষ্ট হলো তখন সদরুশ শরীয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সামনে এই আলোচনা উঠলো যে, তাঁর পাঠদান খুবই সফল মনে হচ্ছে, এর কারণে এই দারুল উলুমের মারকায উন্নতির পথে চলছে। তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: "এটা আমার প্রতি আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দয়া ও অনুগ্রহ।" (সদরুশ শরীয়া এর জীবনী, ২৩-২৪ পৃষ্ঠা)

আহমদ রযা নে জিস কো দোয়া মে কাহা মেরা, আমজাদ একিনান মুজদ মে পাক্কা হে আজ ভি।
সাবিত কিয়া হে সদরুশ শরীয়া নে বিল একিন, আহমদ রযা কি শময়ে ফরোজাঁ হে আজ ভি।

(আদাবে মুর্শিদে কামিল, ২৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রতিষ্ঠা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর শুভদৃষ্টির ফয়েযে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ১৫ শাবানুল মুয়ায্যম ১৪২১ হিজরী তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত এর সূচনা হয়, এই পর্যন্ত এর ১০টি শাখা প্রতিষ্ঠিত, দুঃখী উম্মতের শরীয়াতের পথনির্দেশনা চলমান রয়েছে, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতে শুধুমাত্র সাক্ষাতে নয় বরং লিখিত ফতোওয়াও নেওয়া যায় তাছাড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** এ দরুল ইফতা আহলে সুন্নাত অনলাইনের সুবিধাও রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ১০০% ইসলামী চ্যানেল "মাদানী চ্যানেল"এও দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত এর বিভিন্ন পর্বেও ইলমে দ্বীনে ভরা মূল্যবান মাদানী ফুল তার সুগন্ধি ছড়াচ্ছে।

আল্লাহর দয়া হয় যেন এই ধরাতে হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আমাদের **মক্কী মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমামুল আম্বিয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও কেমন বিনয় ও নম্র স্বভাবের ছিলেন যে, নিজের ঘরের গৃহস্থালি কাজেও আগ বেড়ে অংশগ্রহণ করতেন। যেমন-

হযরত সায়িদুনা আবু সাইদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরের কাজ নিজের মুবারক হাতেই করে নিতেন। নিজের খাদেমদের সাথে বসে খাবার খেতেন এবং ঘরের কাজে খাদেমদের সাহায্য করতেন। **(আশ শিফা, ১ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, সারমর্ম)**

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামগণও رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن সুন্নাতের প্রতি আমলের অনুরাগী ছিলেন, সুতরাং সুন্নাতের প্রতি আমলের উৎসাহে তারা গৃহস্থালী কাজ কর্মও আনন্দচিত্তে নিজের হাতেই করে নিতেন।

www.dawateislami.net

যেমন, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়িদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক তাবেয়ী বুযুর্গ বলেন: আমি আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়িদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে দেখেছি যে, তিনি এক দিরহামের মাংস কিনলেন এবং তা নিজের চাদরে নিয়ে নিলেন, আমি আরয করলাম: হে আমীরুল মুমিনিন! দিন আমাকে দিন, আমি নিয়ে যাচ্ছি। বললেন: না, সন্তান সন্ততি ওয়ালা লোকের উচিৎ যে, নিজের মাল নিজেই নিয়ে যাওয়া। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১০৫০ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও যেহেতু আশিকে রাসূল এবং পূর্ববর্তীদের অনুসারী ছিলেন, সেহেতু রাত দিন অনবরত দ্বীনি কাজে ব্যস্ত থাকার পরও তিনি এই সুন্নাতের উপর আমল করে ঘরের কাজ কর্ম করাকে কঠিন মনে করতেন না, বরং সুন্নাতের উপর আমলের নিয়্যতে এই কাজ গুলো আনন্দচিত্তে করে নিতেন। তাছাড়া ঘরে তরকারী ছিলতেন, কাটতেন এবং অন্যান্য কাজও করে দিতেন। (মাহানামা আশরাফিয়া, সদরুশ শরীয়া নম্বর, ৫৪ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল দূর্ভাগ্যজনক ভাবে অনেক লোক ব্যস্ততার বাহানা দেখিয়ে বা এমনিতেই ঘরের কাজ কর্ম করতে লজ্জাবোধ করেন, কিছু লোক তো এই কাজকে নিজের মর্যাদার জন্য মানহানীকর মনে করে, বাইরে তো বিনয় ও মিশুকতার মডেল হয়ে যায় আর ঘরে ফিরলে নিজের আড়ম্বরতা ও প্রভাব দেখায় এবং সিংহের মতো ধমকাতে থাকে, যদি কখনো তাকে ঘরের কোন কাজের দায়িত্ব দেয়ার চেষ্টা করে তবে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় এবং বিড়বিড় করতে করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দেয়। আমাদের উচিৎ যে, কখনোই ঘরের কাজে অলসতা না করা, বরং প্রিয় আক্বা মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য সুন্নাতের পাশাপাশি ঘরোয়া কাজের প্রিয় সুন্নাতের উপরও আমল করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারর্মম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দ্বীনি খিদমত সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ দ্বীনে ইসলামের খিদমতে উৎসর্গীত এই মহান ব্যক্তিত্ব ২৭ বছরের এই সময়ে আয়াত এবং হাদীসে ভরপূর, ফিকাহর কিতাব থেকে খুঁজে খুঁজে ফিকহী মাসআলা সমূহকে একত্র করে এক মহান রচনা "বাহারে শরীয়াত" নামে সংকলন করেছেন। আর নিজের পীর ও মুর্শিদ আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে দিয়ে "কানযুল ঈমান" নামক কোরআনে অনুবাদও লিখিয়ে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। পীর ও মুর্শিদের ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততার প্রমাণ স্বরূপ তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুর্শিদের শহরকে নিজের আবাস স্থল বানিয়ে রাখলেন। অনেক বেশী ব্যস্ততার পরও তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অসুস্থ অবস্থায়ও কখনো নামায ত্যাগ করেননি, তাছাড়া সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে ঘরোয়া কাজ কর্মও আনন্দচিত্তে করে নিতেন। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরও সদরুশ শরীয়া رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মতো মাদানী মনোভাব ও উৎসাহ দান করুক, যেন আমরাও দ্বীনের খিদমতের জন্য আগ্রহী, নিজের পীর ও মুর্শিদের সত্যিকার বিশ্বস্থ এবং নিজের ঘরোয়া কাজের মতো সুন্নাতের উপর আমল কারী হয়ে যাই। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, শাহানশাহে আব্‌রার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

সীনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

www.dawateislami.net

জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর রিসালা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে জুতা পরিধান করার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: প্রথমেই দু'টি হাদীস শরীফ ✪ (১) অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো। কেননা, মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম শরীফ, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৯৬) ✪ (২) তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়। (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৫৫) 'নুজহাতুল ক্বারী' কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: মসজিদে প্রবেশ করার সময় হুকুম হচ্ছে, প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হওয়া। মসজিদে প্রবেশের সময় এ হাদীসে পাকের উপর আমল করা কঠিন। আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সমাধান এভাবে করেন; যখনই মসজিদে যাওয়া হয় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পায়ের জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করুন আর মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা বের করে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পা মসজিদ থেকে বের করে জুতা পরে নিন এরপর বাম পায়ের জুতা পরে নিন। (নুজহাতুল ক্বারী, ৫ম খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক স্টল) ✪ জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা-মাকড় বা পাথরের টুকরো ইত্যাদি বের হয়ে যায়। ✪ পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরিধান করবে। ✪ কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে বলল যে, এক মহিলা (পুরুষের মত) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৯৯) সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরিধান করা উচিত নয় বরং ঐ সমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এ সমস্ত প্রতিটি বিষয়ে একে অপরের অনুসরণ করা নিষেধ।

www.dawateislami.net

পুরুষ মেয়ে সুলভ আকৃতি ধারণ করবে না, মহিলাগণ পুরুষসুলভ আকৃতি ধারণ করবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা) ✪ যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন এতে পা আরাম পাবে। ✪ দারিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে, উল্টো জুতা দেখে সেগুলোকে ঠিক না করা। "দাওলাতে বে যাওয়াল" কিতাবে লিখেছেন: যদি সারারাত জুতা উল্টো হয়ে পড়ে থাকে তবে শয়তান এর উপর শান শওকাত সহকারে বসে। সেটা তার আসন। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, ৫ম খন্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা) উল্টো হয়ে পড়ে থাকা জুতা সোজা করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দুটি কিতাব "বাহারে শরীয়াত" ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "সুন্নাত ও আদব" হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে!
যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net